যিলহজ্জের
প্রথম দশক

যিলহজের প্রথম দশক

(ফযিলত ও বিধি-বিধান)

মূল

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম

আর রিসালাহ টীম

সম্পাদনা

জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড



প্রকাশক : **সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড**

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

☏ ০১৪০৬ ৩০০ ১০০, ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯

sondiponprokashon@gmail.com

www.facebook.com/sondiponprokashon

www.sondipon.com

যিলহজের প্রথম দশক

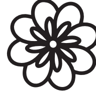
১ম প্রকাশ : জুন ২০২৩/জিলক্বদ ১৪৪৪

প্রচ্ছদ ও বানান : সন্দীপন টিম
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ, রকমারি.কম
ই-বুক পরিবেশক : বইটই
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৯০ টাকা

সূচিপত্র

যিলহজ মাসের আমল : আহমাদ মূসা জিবরীল

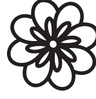


ভূমিকা

আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি মাস সৃষ্টি করেছেন। আর রমজানকে নির্ধারণ করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে বাড়তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য। ঠিক একইভাবে আল্লাহ যখন দিবস সৃষ্টি করলেন, তখন যিলহজের প্রথম দশ দিনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন বাকি দিনগুলোর ওপর।

ইবাদতের এই মৌসুম অনেকগুলো উপকার নিয়ে আসে। যেমন : আমাদের ভুলগুলো শুধরানোর সুযোগ, আমাদের অপূর্ণতাগুলোকে পূর্ণতা দান করার সুযোগ। অথবা হাতছাড়া হওয়া ইবাদত পূরণ করে নেওয়ার সুযোগ। অনেকে হয়তো রমজান বা তার পরের কিছু ইবাদত হাতছাড়া করে ফেলেছেন আর পরে আফসোস করেছেন। এখন আমাদের সেই ইবাদতগুলো পুষিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ এল। প্রতিটি বিশেষ সময়েরই কিছু না কিছু বিশেষ ইবাদত থাকে। যেন এগুলোর দ্বারা বান্দা তার রবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে যিলহজের এই বিশেষ দিনগুলোরও এমন কিছু ইবাদত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেন।

কামিয়াব তো সেই বান্দা, যে কিনা এইসব বিশেষ মাস, দিন আর মুহূর্তগুলো সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে সে আল্লাহর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তার অন্তরে এই খুশি বিরাজ করে যে, সে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে।



এই দশ দিনের তাৎপর্য

এই দিনগুলোই হলো সেই সময়, যখন অধিকাংশ হাজী সাহেব মক্কা সফর করেন এবং হজ সম্পন্ন করে থাকেন। এই দশ দিনে হাজীরা যেমন অধিক সওয়াব লাভের সুযোগ পান, তেমনি যারা হজে যেতে পারেননি কোনো কারণে—তাদেরও অন্যসব ইবাদতের মাধ্যমে অধিক সওয়াব হাসিল করার সুযোগ থাকে।

১. স্বয়ং আল্লাহ এই দিনের কথা উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ



“যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও।”[১]

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, এখানে ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ বলতে যিলহজের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এই নির্ধারিত দশ দিন হলো (যিলহজের) প্রথম দশ দিন।”[২]

[১] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

[২] বুখারি, ৯৬৯, আবু দাউদ, ২৪৩৮।

২. কুরআনে এই দিনগুলোর ব্যাপারে শপথ

কোনোকিছুর নামে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শপথ সেই বিষয়ের অপরিসীম গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

"শপথ ঊষার। এবং শপথ দশ রজনীর।"[১]

ইবনু আব্বাস, ইবনুল জুবাইর, মুজাহিদসহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলিমগণের অভিমত হলো: এই আয়াতে 'দশ রজনী' বলতে যিলহজের প্রথম দশ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে।[২] ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই মতটির ব্যাপারে বলেছেন যে, এটিই সঠিক মত।

৩. সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম দিন

হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর কাছে যিলহজের প্রথম দশ দিন থেকে মর্যাদাপূর্ণ দিন আর নেই। এই দিনগুলোতে করা ইবাদতের চেয়ে প্রিয় ইবাদত আর নেই। এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) তাকবির (اللهُ أَكْبَرُ) এবং তাহমিদ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) পড়ার কথাও বলা হয়েছে।[৩]

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যিলহজের দশ তারিখে হজ চলাকালীন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামারাতের[৪] মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"আজকের দিনটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারংবার বলতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি)।"

[১] সূরা ফাজর, ৮৯ : ১-২।

[২] তাফসীরে তাবারি, ২৪/৩৯৬

[৩] মুসনাদে আহমাদ, ৭/২২৪, আহমাদ শাকির একে সহীহ বলেছেন

[৪] মিনায় অবস্থিত তিনটি পাথরের স্তম্ভ। শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে পাথর নিক্ষেপ করা হজের একটি বিধান।

এরপর তিনি মানুষদের বিদায় দিলেন। তাই লোকেরা বলতে থাকল, এটা বিদায় হজ।[১]

আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মিনায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা কি জানো, আজকে কোন দিন?"

লোকেরা উত্তর দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "আজকের দিনটি হলো ইয়াউমুল হারাম (পবিত্র দিন)। তোমরা কি জানো, এই শহরটার নাম কী?"

লোকেরা জবাব দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "বালাদুন হারাম (পবিত্র শহর)। তোমরা কি জানো, এই মাসটা কী মাস?"

লোকেরা উত্তর দিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, "এই মাসটি হলো হারাম (পবিত্র মাস)।" এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا، فِيْ
شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ

"তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের কাছে যেমন পবিত্র, ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই শহর ও এই মাস। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"[২]

৪. বিপুল ফজিলতপূর্ণ দিন

জিহাদের ফযিলতের তুলনায় আর কোনো ইবাদতের ব্যাপারেই এত বেশি সংখ্যক হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকেও উত্তম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] বুখারি, ১৭৪২।
[২] বুখারি, ৪৪০৬।

ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, কেউ যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে ইবাদতকারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে চায়, তাহলে তাকে তার সম্পদ আর পরিবার নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহীদ হতে হবে। তবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অন্য কোনো দিনের কোনো আমলই এই দিনগুলোতে (যিলহজের প্রথম দশ দিনে) করা ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।"

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়?"

তিনি বললেন, "এমনকি জিহাদও নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায়, আর সেগুলোর কোনোকিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।"[১] অর্থাৎ, জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।

৫. কয়েকজন সাহাবি এবং তাবিয়ির আমল

কয়েকজন সাহাবি এবং তাবিয়ির (সাইদ ইবনু জুবাইরও তাঁদের একজন) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন যিলহজের প্রথম দশ দিন আসতো, তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতেন। এত বেশি পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগি করতেন যে, এর চেয়ে বেশি ইবাদত করা আর সম্ভব ছিল না।

৬. দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই দিনগুলো এত মর্যাদাপূর্ণ কারণ এই সময়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহ পালন করা হয় যা আর অন্য কোনো সময়েই হয় না। (অর্থাৎ, সালাত, দান-সাদাকা, সাওম এবং হজ সব ইবাদতই করা হয়)।

৭. এই দিনগুলো কি রমজানের শেষ দশক হতেও উত্তম?

[১] বুখারি, ৯৬৯; তিরমিযি, ৭৪৭।

অধিকাংশ আলিম এই মত দিয়েছেন যে, যিলহজের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন থেকে উত্তম।[১] কেননা রমজানের শেষ দশদিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে 'লাইলাতুল কদর'-এর কারণে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। হাদীসে আমরা দেখতে পাই, যিলহজের প্রথম দশদিনের প্রত্যেক দিন এবং রাতের ইবাদত—লাইলাতুল কদরের ইবাদতের সমতুল্য। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

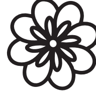
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর (নফল) ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ মাসের দশ দিনের ইবাদাত হতে বেশি প্রিয়। এই দশ দিনের প্রতিটি রোজা এক বছরের রোজার সমকক্ষ এবং এর প্রতিটি রাতের ইবাদত কদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য।"[২]

---

[১] শাইখুল মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-আলওয়ান তাঁর সহীহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, "রমজানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ নাকি যিলহজের প্রথম দশ দিন, এই ব্যাপারে উলামাগণ মতবিরোধ পোষণ করেছেন। ফুকাহাদের একদল বলেছেন যে, রমজানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ। অপরদল বলেছেন, যিলহজের প্রথম দশ দিনই শ্রেষ্ঠ। আরেকদল আলিম আরও গভীর বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই রমজানের শেষ দশ রাত যিলহজের শেষ দশ রাত থেকে উত্তম। এবং যিলহজের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন থেকে উত্তম। আর এটা হলো ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ-সহ কয়েকজনের মত। এই মতটি আরও একটু ভালোভাবে দেখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "আর কোনো দিবসই.... (যিলহজের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম নয়)।" আর হাদীসে সাধারণভাবে আল-ইয়াওমা সম্বোধন করা হয়েছে, যা মূলত রাত আর দিন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা)। তাই যা বললে আরও সঠিক হয় তা হলো, নিশ্চয়ই যিলহজের প্রথম দশক, রমজানের শেষ দশকের চেয়ে উত্তম। রাত ও দিনের পার্থক্য (করে বলার প্রয়োজন) নেই। আর লাইলাতুল কদরের রাত যখনই হয়, তা যিলহজোর দশ দিন আর রাত থেকেও উত্তম। কেননা, এই রাত একাই জিলহজের দশ দিন ও রাত থেকে উত্তম। আর রমজানের বাদবাকি রাতের চেয়ে যিলহজের রাতগুলো উত্তম।

[২] তিরমিযি, ৭৫৮; ইবনু মাজাহ, ১৮০০; হাদীসটির সনদ গরিব।



এই দশকের আমল

১. যিকির-আযকার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِهِ الأيَّامِ العشرِ فأكثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيحِ والتَّكبيرِ

"এই দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তাই তোমরা এই সময়ে তাহলিল, তাহমিদ, তাসবিহ ও তাকবির বেশি বেশি করে পড়ো।"[১]

➡ তাহলিল অর্থাৎ, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"
➡ তাহমিদ অর্থাৎ, "আলহামদু-লিল্লাহ" পড়া।
➡ তাসবিহ অর্থাৎ, "সুবহানাল্লাহ"
➡ তাকবির অর্থাৎ "আল্লাহু আকবার" বলা।

❋ ইস্তিগফার করা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "শেষ বিচারের দিন কেউ

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৭/২২৪, শুআবুল ঈমান, ৩৪৭৪; আহমাদ শাকির সনদকে সহীহ বলেছেন।

যদি নিজ আমলনামা হাতে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়, তাহলে সে যেন বেশি বেশি ইস্তিগফার করে।”

ইস্তিগফার কেবল নিজের জন্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। বরং পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করে, তবে সে উম্মাহর প্রত্যেকের জন্যই নেকি পেয়ে যাবে। তাই পড়া যেতে পারে :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِمِنْهُمْ وَالْأَمْوَات

❋ দরুদ ও সালাম পেশ করা

যখনই কেউ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ পড়ে, তখন একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বলে : অমুকের ছেলে তমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে। যখনই আপনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করেন, তখন একজন ফেরেশতাও আপনার ওপর সালাম পেশ করে থাকে। আর কারও জন্য ফেরেশতাদের সালাম হলো আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়া।

❋ হাদীসের তসবিহ্ পাঠ

তাসবিহগুলো সবসময়ই আমাদের অন্তরে ও জিহ্বায় থাকা উচিত। তবে যিলহজের এই দিনগুলোর এজন্য এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ-স্বরূপ, যখন কেউ সকালে গাড়িতে করে কাজে যায় কিংবা বিকালে অফিস থেকে ফিরে, অথবা কোনো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, অথবা যখনই কেউ অবসর পায়—তখনই উচিত আল্লাহর যিকির করা।

আবু হামযা বলেন, “আপনার পক্ষে এটা দাবি করা অসম্ভব যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন কিন্তু একাগ্রভাবে তাঁর প্রশংসা করছেন না। আর এটা অসম্ভব যে, আপনি একনাগাড়ে আল্লাহর প্রশংসা করছেন, কিন্তু এর মিষ্টতা

উপলব্ধি করছেন না। আর এটাও অসম্ভব যে, আপনি আল্লাহর প্রশংসা করে জীবনে মিষ্টতা উপলব্ধি করছেন, কিন্তু আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে পড়ে আছেন।"

সবসময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে না পারা মূলত মুনাফিকের লক্ষণ। এর নিজের মধ্যেই বিপদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন লোক-দেখানোর জন্য অলসভাবে দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।"[১]

আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ তাআলা সকল ইবাদতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ওজরের সুযোগ রেখেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যিকির। যিকিরের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই এবং কোনো অজুহাত নেই।"

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ

"অতঃপর যখন তোমরা নামাজ পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করবে।"[২]

❋ তাকবিরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

যিলহজের প্রথম দশ দিন পুরুষদের তাকবির হবে **সশব্দে**। এই দশ দিনে তাকবির, তাহমিদ, তাহলিল এবং তাসবিহ পড়া হলো সুন্নাহ। আর এই সময়ে

[১] সূরা নিসা, ৪ : ১৪২।
[২] সূরা নিসা, ৪ : ১০৩।

ঘরে, বাইরে, মসজিদে, রাস্তায় যেখানেই আল্লাহর যিকির জায়িজ আছে, সেখানেই সশব্দে আল্লাহ তাআলার যিকির এবং বড়ত্ব ঘোষণা করা উত্তম ইবাদত। পুরুষরা এই যিকিরগুলো করবে **সশব্দে** আর নারীরা করবে **নীরবে**। এর দলিল হলো পূর্বে উল্লেখিত আয়াত :

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ



“যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও।”[১]

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, আয়াতে উল্লেখিত ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ হলো যিলহজের প্রথম দশ দিন।

❋ তাকবিরে যুক্ত হতে পারে এই শব্দগুলো

“আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ।” এছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য তাসবিহও যুক্ত হতে পারে। আজকের যুগে তাকবির তো এক ভুলে যাওয়া সুন্নাহতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত যিলহজের প্রথম দিনগুলোতে। এটা এতটাই হারিয়ে গিয়েছে যে, একেবারে গুটিকয়েক বান্দা ছাড়া কারও কাছে লোকেরা (সজোরে) তাকবির শুনে না বললেই চলে। মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার জন্য এবং উদাসীনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই তাকবির সশব্দে পড়তে হবে।

ইবনু উমর এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম যিলহজের প্রথম দশ দিন বাজার এলাকায় গিয়ে সশব্দে তাকবির দিতেন। লোকেরা তাঁদের তাকবির শুনে নিজেরাও তাকবির দিতো। মানুষকে তাকবির দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে

[১] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

দেওয়ার কারণ হলো—প্রত্যেককে এই তাকবির আলাদাভাবে দিতে হবে, জামাআতবদ্ধভাবে নয়। কেননা শরীয়তে এই তাকবির জামাআতবদ্ধভাবে দেওয়ার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।

২. সাধ্যমতো রোজা রাখা

অন্যসব আমলে আল্লাহ তাআলা সওয়াব বৃদ্ধি করেন সাত গুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত। একমাত্র রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসিতে বলেছেন যে, "রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।"[১]

আমরা তো জানি নামাজ আল্লাহর জন্য, যিকির আল্লাহর জন্য, সমস্ত ইবাদতই আল্লাহর জন্য। কিন্তু কেন আল্লাহ তাআলা রোজার বিষয়টিই শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করলেন? আপনাদের কী মনে হয়?

এর কারণ হলো, রোজা এমন এক গোপন ইবাদত যেখানে এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। কেউই জানে না আপনি কি সত্যিই রোজা ছিলেন নাকি রোজার ভান করে ছিলেন। আর তাই আপনার রোজার জন্য আল্লাহ তাআলা নিজে প্রতিদান দেবেন। এইসব জান্নাতিদের আল্লাহ তাআলা বলবেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে খাও এবং পান করো, বিগত দিনে তোমরা যা (নেক আমল) করেছিলে তার প্রতিদান-স্বরূপ।"[২]

রোজা ভাঙার পূর্বমুহূর্তে রোজাদারের একটি দুআ কবুল হয়। এটাও পুরস্কার হিসেবে পেয়ে থাকে সে।

ইবরাহিম বিন হানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মৃত্যুর সময় রোজা অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে যান। আর তাই তাঁর পুত্র পানি নিয়ে এসে পিতাকে পান করতে বললেন। ইবরাহিম জিজ্ঞেস করলেন, "মাগরিবের ওয়াক্ত কি হয়ে গেছে?" ছেলে বলল, "না।" বাবা বললেন, "এরকম একটি

---

[১] বুখারি, ১৯০৪; মুসলিম, ১১৫১।

[২] সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।

দিনের জন্যই তো মানুষ আমল করে থাকে।” অতঃপর রোজারত অবস্থায়ই তিনি রব্বে কারিমের নিকট চলে গেলেন।

নাফিসা বিনতু হাসান বিন জাইদ নামের এক মহীয়সী নারীও মৃত্যুশয্যায় রোজা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করলে তিনি বলেছিলেন—“সুবহানাল্লাহ! আমি ৩০ বছর ধরে আল্লাহর কাছে রোজা অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দুআ করেছি, আর তুমি কিনা আমার রোজা ভাঙতে চাইছো?” এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে করতে মারা গেলেন :

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

“বলো, আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? বলো, আল্লাহর জন্য; অনুগ্রহ করাকে তিনি তাঁর নীতি হিসেবে স্থির করেছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।”[১]

৩. যথাসম্ভব দান-সাদাকা করা

যদিও সারা বছর জুড়ে আমাদের দান-সাদাকা করা উচিত, তবে যিলহজের প্রথম দশকে দানের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾

“বলো, আমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।”[২]

---

[১] সূরা আনআম, ৬ : ১২।

[২] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দানশীল মুমিনদেরকে এই জীবনে করা সদাকার জন্য আখিরাতে তার সমপরিমাণ বা তারও অধিক প্রতিদান দিবেন।

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর এই আয়াত শুনলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

“তোমরা যা ভালোবাসো, তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।”[১]

আয়াতটি শোনার পর তিনি আশেপাশে তাকালেন এবং তাঁর মালিকানাধীন এক দাসীর চেয়ে অধিক ভালোবাসার আর কিছুই পেলেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাথে সাথে ওই দাসীকে আজাদ করে দিলেন।

সাঈদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন মসজিদের ৮০ জন দরিদ্র মুসলিমকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন। তাঁর পুত্রও উত্তরাধিকার সূত্রে আল্লাহর রাস্তায় উদারভাবে ব্যয় করার গুণটি পেয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল কায়িস বিন সাঈদ বিন উবাদা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি যখন ধনী ছিলেন, তখন তিনি লোকদেরকে ঋণ দিতেন। একবার তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে দেখতে যাওয়া থেকে বিরত থাকল। কারণ বেশিরভাগই তাঁর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে রেখেছিল। তারা ভেবেছিল যে, তিনি হয়তো দেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কায়িস যখন এই ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, “ভ্রাতৃত্বের পথে যে ধনসম্পদ বাধা হয়ে যায়, সেই সম্পদ ধ্বংস হোক। আমি তাদের সবার ঋণ মাফ করে দিলাম।”

৪. কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত তো এই দশ দিন ছাড়াও প্রতিদিনের অভ্যাস হওয়া উচিত। কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দারা আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ

[১] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৯২।

মর্যাদার অধিকারী। নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল, তার জন্য রয়েছে একটি নেকি। আর একটি নেকি দশ নেকী সমতুল্য। নবিজি বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।”[১]

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিরা কীরূপ অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁদের চোখ কান্নায় ভিজে যেত। পেশিগুলো সংকুচিত হয়ে যেত। ঠিক যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِيۡثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُوۡدُ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ۚ ثُمَّ تَلِيۡنُ جُلُوۡدُهُمۡ وَقُلُوۡبُهُمۡ اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنۡ هَادٍ ﴿۲۳﴾

“আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল-কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়। তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো হিদায়াতকারী নেই।”[২]

একবার নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, “তুমি আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শোনাও

[১] তিরমিযি, ২৯১০।

[২] সূরা যুমার, ৩৯ : ২৩।

তো।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, আপনার ওপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে!" নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার মন চাচ্ছে, কারও থেকে একটু তিলাওয়াত শুনি!" এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا



"সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।" [সূরা নিসা (০৪): ৪১]

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর নবিজি বললেন, "ঠিক আছে।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবিজি থামতে বলার পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।"[১]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, "আমাদের জন্য কুরআন হিফজ করা ছিল কঠিন, তবে মেনে চলা ছিল সহজ। তবে এমন একটা সময় আসবে যখন হিফজ করা হবে সহজ, কিন্তু এটি মেনে চলা হবে কঠিন।"

এখন তো আমরা এমন এক সময়ে আছি, যখন কুরআন হিফজেরও অভাব, আনুগত্যেরও অভাব।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহকে একবার দুই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যাদের একজন সূরা বাকারা এবং আলি ইমরান তিলাওয়াত করেছে এবং অপরজন একই সময় নিয়ে কেবল সূরা বাকারা তিলাওয়াত করেছে। এদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি উত্তর দিলেন, "উত্তম তিনি, যিনি একই সময় নিয়ে শুধু বাকারা তিলাওয়াত করেছেন। কারণ তিনি এর অর্থ অনুধাবনের জন্য বেশি সময় পেয়েছেন।"

---

[১] বুখারি, ৫০৫৫, ৪৫৮২, ৫০৪৯।

আমরা সবাই তো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি এবং শেষ বিচারের দিন তাঁকে দেখার ইচ্ছা করি। তাহলে ভাবুন কী হবে, যদি তিনি আপনার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নিকট এই আয়াতটির মাধ্যমে অভিযোগ করে থাকেন :

وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

"এবং রাসূল বলবেন, হে আমার রব! আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছিল।"[১]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কুরআনকে পরিত্যাগ করা হয় পাঁচ উপায়ে :

- ➥ তিলাওয়াত শোনা পরিত্যাগ করা,
- ➥ কুরআনের হালাল-হারাম তথা বিধিবিধান পরিত্যাগ করা,
- ➥ ছোট-বড় যেকোনো কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা,
- ➥ কুরআনের ব্যাপকতা ও বোধগম্যতা ত্যাগ করা,
- ➥ অসুস্থ হৃদয় নিরাময়ের জন্য কুরআনের ব্যবহার ত্যাগ করা। (হতাশা এবং অসুস্থ অনুভূতি নিরাময়ে কুরআনের পরিবর্তে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা)।"

৫. অবিরত এবং অবিচলভাবে দুআ করতে থাকা

যে ব্যক্তি দুআ করে না, সে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

"যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।"[২]

যখন আপনি অধীরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবেন, তখন জেনে

[১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩০।

[২] তিরমিযি, ৩৩৭৩; সহীহ আল জামি, ২৪১৮; আহমাদ ৯৭০১; সনদ সহীহ।

রাখুন আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। যখন উলামাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কীভাবে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন? তাঁদের উত্তর ছিল এমন—পানিতে ডুবার সময় বাঁচার জন্য লোকেরা যেমন মরিয়া হয়ে সাহায্য চায়, আল্লাহর কাছে সেভাবে চাইলে (আল্লাহ সেই দুআ কবুল করেন)।

দুআ করার জন্য দুআ কবুলের সময়গুলো খুঁজে বের করুন। সেই সময়গুলোর অন্যতম হলো :

- ➥ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ,
- ➥ ফরজ সালাতের পূর্বে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়,
- ➥ জুমুআর দিনে ইমাম যখন মিম্বরে অবস্থান করেন,
- ➥ বৃষ্টির সময়,
- ➥ সিজদারত অবস্থায় ইত্যাদি।

দুআ শুরু করুন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে। ইস্তিগফার ও তাওবা করুন। অতঃপর দুআ করার সময় নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন। অবিচল থাকুন এবং আল্লাহর কাছে অনবরত দুআ করতে থাকুন। দুআর সাথে অন্তরকে জুড়ে নিন, ওজু অবস্থায় থাকুন, দুআর আগে সদাকা করুন। যে সময়ে দুআ কবুল হয়, সেই সময়গুলোতে দুআ করুন।

ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যখন অন্তর প্রস্তুত থাকে, কান্না চলে আসে, অশ্রু ঝরে যায় আল্লাহর জন্য, দুআয় বান্দা অটল থাকে, তখন বোঝা যায় যে তার দুআ কবুল হয়েছে। আর সবশেষে অনুভূতি এমন হয় যে, কাঁধ থেকে যেন বিরাট এক বোঝা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।”

নবিজি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, পবিত্র অবস্থায় শুয়ন করে, অতঃপর গভীর রাতে উঠে দুনিয়া বা আখিরাতের জন্য উত্তম কিছু চাইলে, আল্লাহ তাআলা তা প্রদান করে থাকেন।[১]

[১] ইবনু মাজাহ, ৩৮৮১; সনদ হাসান।

৬. কিয়ামুল লাইল

যারা গভীর রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করে, তাঁদের জন্য জান্নাতে স্বচ্ছ দেয়ালের প্রাসাদ প্রস্তুত আছে। এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাতের ইবাদতকারীদের প্রতি খুশি হন। আর আল্লাহ তাআলা কারও প্রতি রাজিখুশি হওয়ার অর্থ হল—সে আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম। এটাই নেককারদের পথ, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার রাস্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ



"কেউই জানে না, তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে চোখ-জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"[১]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "গুনাহের ফল ছাড়া কারও কখনো রাতের সালাত ফসকে যায় না।"

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুল্লাহ ইবনু কায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে বসে আদায় করতেন।"[২]

৭. আরাফার দিনের মর্যাদা

আরাফার দিনের ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

"এমন কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে

[১] সুরা সাজদা, ৩২ : ১৭।

[২] আবু দাউদ, ১৩০৯।

আরাফার দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন বান্দাদের খুব নিকটবর্তী হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাগণের কাছে গর্ববোধ করে বলেন, এরা কী চায়? (অর্থাৎ, যা চায় আমি তাদেরকে তাই দেব)।"[১]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তাআলা আরাফায় অবস্থানরতদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি বলেন, আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো ও ধূলিধূসরিত অবস্থায়।"[২]

শয়তানকে আর কোনো সময়েই এই দিনের চেয়ে বেশি অসহায় অবস্থায় পাওয়া যায় না। কারণ হলো এই দিনে ওর আগের সমস্ত কূটচাল বৃথা হয়ে যায়। শয়তান অসহায় হবেই-বা না কেন? আরাফার ময়দানে যে মানুষেরা তাওবা করে যাচ্ছে। আর যারা হজে উপস্থিত হতে পারেনি, তাঁরাও তো রোজা রাখছে আর আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন,

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গোনাহ মোচন করে দেয়।"[৩]

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, "চারটি জিনিস রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না—আশুরা দিনের রোজা, (যিলহজের প্রথম) দশকের রোজা, প্রতি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনটি রোজা এবং ফজরের দু রাকাআত সুন্নত নামাজ।"[৪]

তবে আরাফার রোজা হাজীদের জন্য নয়, বরং যারা হজ করতে যায়নি তাদের জন্য। হাজীদের জন্য আরাফার দিবসে রোজা রাখা মাকরুহ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের সময় আরাফার দিবসে রোজা

---

[১] মুসলিম, ১৩৪৮

[২] মুসনাদে আহমাদ, ২/২২৪।

[৩] মুসলিম, ১১৬২; তিরমিযি, ৬৭৬; নাসাঈ, ২৩৮২।

[৪] নাসাঈ, ১৪১৬; হাদীসটি হাসান।

রাখেননি। বরং সবার সম্মুখে তিনি পান করেছেন।[১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দানে থাকা অবস্থায় আরাফার রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।"[২]

ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করেন, "আলিমগণের পছন্দের মত হলো আরাফার দিন বান্দা রোজা রাখবে যদি না, সে আরাফাতেই অবস্থান করে।"

৮. দশ তারিখে পশু কুরবানি

আসমান-জমিন ও দিন-রাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কিছু দিনকে অন্য দিনের ওপর আমল করে নেওয়ার জন্য মর্যাদা দিয়েছেন। কুরবানি এমনই একটি আমল। দশম দিনে কুরবানির আমলে রয়েছে বিরাট পুরস্কার, যারা হজে গিয়েছে এবং যারা হজে যায়নি তাঁদের উভয়দলের জন্যই। কুরবানি দেওয়ার সময় ১০ই যিলহজ থেকে এর পরের তিন দিন পর্যন্ত অর্থাৎ, ১৩ই যিলহজ পর্যন্ত। এই কুরবানি আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণার জন্য, একমাত্র তাঁর প্রশংসার জন্য, আমাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে অনুসরণের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

"কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করো এবং কুরবানি করো।"[৩]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"বলো, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জাহানের রব।"[৪]

[১] মুসলিম, ১১২৩-১১২৩।

[২] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩০৪; আহমাদ শাকির বলেছেন, সনদ সহীহ।

[৩] সূরা কাউসার, ১০৮ : ২।

[৪] সূরা আনআম, ৬ : ১৩২।

কিছু সংখ্যক আলিম বলে থাকেন যে, কুরবানি করা ওয়াজিব।[১] তবে জমহুরের মত হলো কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ)। উভয় মতই বলে দেয় যে, সামর্থ্যবানের জন্য কুরবানি করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য থেকেও সেটা স্পষ্ট হয়,

مَن كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।”[২]

যখন কুরবানি দিবেন, তখন পড়তে পারেন :

بسم الله والله اكبر اللهم تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِي

বিসমিল্লাহি ওয়াআল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা তাকাব্বালু মিন্নি, ওয়া মিন আহলিল বাইতি। অর্থাৎ, আল্লাহর নামে (কুরবানি করছি), আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; ইয়া আল্লাহ, আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন।[৩]

আলিমগণ একমত যে, পশু কিনে কুরবানি না করে পুরোটা সদাকা করার চেয়েও কুরবানি সম্পন্ন করা উত্তম। কেননা কুরবানি নিজেই একটি ইবাদত। সর্বোচ্চ সাতজন একটি উট বা গরু কুরবানিতে অংশীদার হতে পারে। ঘরের কর্তা নিজের জন্য এবং তার ওপর নির্ভরশীল নারী-শিশুদের পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারে। সাহাবারা এবং সালাফরা এমনটিই করতেন। যে ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করবে, কুরবানি সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তার চুল-নখ কাটা থেকে বিরত থাকা উচিত। কুরবানির পর পশুর গোশতের একাংশ নিজে খাবে; অপর অংশগুলো দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-মিসকিনদের হক আদায় করবে।

---

[১] এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব এবং অন্য-এক বর্ণনাতে ইমাম আহমাদের মত হিসেবেও উল্লেখ আছে। ইবনু তাইমিয়া এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : এ মতটি ইমাম মালিকের মাযহাবের দুইটি অভিমতের একটি কিংবা তাঁর মাযহাবের সুস্পষ্ট অভিমত এটাই। দ্রষ্টব্য : https://islamqa.info/bn/answers/36432/

[২] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ৩১২৩। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনু হাজার সনদকে সহীহ বলেছেন।

[৩] সহীহ মুসলিমের ১৯৬৮ এবং ১৯৬৭ নং হাদীস অনুসারে।

এমনটা বাধ্যতামূলক নয় যে, কুরবানির পশু নিজ হাতে জবাই করতে হবে। তবে নিজ হাতে কুরবানি করা সর্বোত্তম। আপনি কেবল তত্ত্বাবধানে থাকতে পারেন, অথবা অপারগ হলে কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন। কুরবানি অবশ্যই হতে হবে ঈদুল আযহার সলাতের পরে; আর শেষ সময় ১৩ই যিলহজ পর্যন্ত। যারা ঈদের সলাতের আগেই কুরবানি করে ফেলেছিল, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা আবার কুরবানি করে।

৯. তাওবা ও ইস্তিগফার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণে প্রতিদিনই তাওবা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।”[১]

নাবি মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ করছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তাঁর সাথে উপস্থিতদের মাঝে এমন একজন লোক আছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ গুনাহ করেই যাচ্ছে। মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের দিকে ফিরে বললেন, পাপাচারী ওই ব্যক্তিকে অবশ্যই বের হয়ে যেতে হবে। কারণ তার কারণেই দুআ কবুল হচ্ছে না। ওই গুনাহগার লোকটি তখন নীরবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ শুরু করল। যাতে তার গুনাহগুলো গোপন রাখা হয়, যেভাবে আল্লাহ ৪০ বছর ধরে সেগুলো গোপন রেখেছেন। সে অনবরত ক্ষমা চাইতে লাগল।

আল্লাহ তাআলা দেখলেন যে, লোকটি তাওবার ক্ষেত্রে আন্তরিক। তখনই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন এবং বৃষ্টি দিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম অবাক হয়ে গেলেন, “কেউ বের হয়ে যাওয়ার আগেই কেন বৃষ্টি হচ্ছে?” আল্লাহ তাআলা উত্তরে বললেন, “ওই ব্যক্তির তাওবা কবুল করা হয়েছে এবং

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২২২।

তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"

এছাড়াও হাদীসে এসেছে,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّابِينَ التَّوَّابُونَ

"প্রত্যেক বনি আদমই গুনাহগার, আর গুনাহগারদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাওবা করে।"[১]

আল্লাহ তাআলা চাইলে গুনাহকে উত্তম আমলে রূপান্তর করে দিতে পারেন। তিনি বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

"তারা ব্যতীত যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের গোনাহগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।"[২]

আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের গুনাহেরই তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"বলে দিন, ওহে আমার বান্দারা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩]

আমাদের তাওবা করতে যেন দেরি না হয়। কারণ, আমরা জানি না কখন আমাদের মৃত্যু এসে যাবে। কিছু বিষয় আছে যেগুলো সুন্দর তাওবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে :

---

[১] তিরমিযি, ২৪৯৯; ইবনু মাজাহ, ৪২৫১; সহীহ আল জামি, ৪৫১৫; আলবানি সনদকে হাসান বলেছেন।

[২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০।

[৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩।

- ➡ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে পারেন, এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।
- ➡ মুসলিমদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।
- ➡ ইবাদত করা, যেগুলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরি করবে।
- ➡ সবসময় আল্লাহর দয়ার কথা অন্তরে রাখা।
- ➡ আল্লাহর সাথে উত্তম বন্ধুত্ব।
- ➡ মৃত্যুকে স্মরণ করা।
- ➡ সবর। এর দুটো দিক রয়েছে : পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সবর এবং ভালো কাজ করার ব্যাপারে সবর।
- ➡ নিজের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।
- ➡ এটা অনুভব করা যে, প্রতিটা মানুষেরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

“তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো।”[১]

একইসাথে কিছু বিষয় এমন আছে যা বান্দার তাওবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর সেগুলো মূলত উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিপরীত।

❋ তাওবার নিয়ম

- ➡ নিজের গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া এবং অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া। উক্ত গুনাহ পুনরায় না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হওয়া।
- ➡ গুনাহের কাজটি ঢেকে দেওয়ার জন্য উত্তম আমল করা। যদি গুনাহটি কোনো বান্দার হকের সাথে জড়িত হয়, তাহলে অবশ্যই তার সাথে মীমাংসা করে নেওয়া। (উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো মুসলিমের নামে গীবত করে থাকেন অথবা তার সম্পদ চুরি করে থাকেন, তাহলে

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫।

অবশ্যই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার প্রাপ্য সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি আর এমন মনে হয় যে, এতে সমস্যা আরও বাড়বে, তাহলে যেভাবে তার গীবত করা হয়েছে, একইভাবে তার নামে ভালো ভালো কথা প্রচার করুন। অথবা তাকে তার সম্পদ পরোক্ষভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। অন্তত এতটুকু করতেই হবে)।

১০. সুন্নত ও নফল নামাজ

প্রতিদিন **১২** রাকআত সুন্নত নামাজের জন্য আপনি জান্নাতে একটি প্রাসাদ পাবেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

“যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত বারো রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিবেন—যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত, ফজরের পূর্বে দুই রাকআত।”[১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি সালাত আদায় করার তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, আমরা যতবার আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় নত হই, ততবার আমাদের একটি করে গুনাহ ঝরে যায়। আর যতবার সিজদাহ থেকে উঠি, আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলনামায় একটি করে সওয়ার যোগ করে দেন।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। দুআ করছি, যেন আমরা তাঁর রহমত এবং ক্ষমা লাভের জন্য যিলহজের পবিত্র দিনগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। আমিন।

---

[১] ইবনু মাজাহ, ১১৪০; তিরমিযি, ৪১৪; সনদ সহীহ।

যিলহজের প্রথম দশক : সালিহ্ আল মুনাজ্জিদ

এটি হলো যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত ও ফজিলত সংক্রান্ত একটি সংকলন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে এর দ্বারা উপকৃত করেন।

- শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

(আল্লাহ তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করুন)

১. আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ দিনসমূহ

আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একটির ওপর অপরটিকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। কিছু দিন ও কিছু মাসকে তিনি অন্যান্য দিন ও মাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে তিনি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন সাব্যস্ত করেছেন। আবার এই দশ দিনের মধ্যে তিনি কুরবানির দিনকে সর্বোত্তম দিন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর প্রতি সপ্তাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমুআর দিন। পুরো বছরের রাতগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাত হলো রমজানের শেষ দশ রাত্রি। আবার এই দশ রাতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো লাইলাতুল কদর তথা কদরের রাত।

২. বান্দার প্রতি বিশেষ উপহার ও অফার

বছরের কিছু দিনকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য উপহার ও অফার হিসেবে দিয়েছেন। এগুলোর মাধ্যমে তিনি তাঁর তাওহীবাদী বান্দাদের ওপর তাঁর দয়ার প্রকাশ ঘটান। এই দিনগুলোর মধ্যে আছে যিলহজের প্রথম দশ দিন।

এই দিনগুলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের সর্বোত্তম সময়। মুমিনগণ সারা বছর এই দিনগুলোর প্রতীক্ষায় থাকেন। তাওহীদবাদী বান্দাগণ এই দিনগুলোর অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কারণ এই দিনগুলো হলো মর্যাদা বৃদ্ধি, ক্ষতি পূরণ ও ত্রুটি দূর করার সর্বোত্তম সময়। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, (ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে) এই দিনগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করা এবং আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ অন্বেষণ করা।

৩. যিলহজের প্রথম দশ দিন বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

সাধারণভাবে যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন পুরো বছরের মধ্যে সর্বোত্তম

দিন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ

"এমন কোনো দিন নেই, যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয়।"

তখন সাহাবিগণ আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করাও কি (এতটা প্রিয়) নয়?" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন,

وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোনো লোক আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দুটির কোনোটি নিয়ে সে যদি আর ফিরে না আসতে পারে, তার কথা (অর্থাৎ সেই শহীদের মর্যাদা) আলাদা।"[১]

৪. আমলের সর্বোত্তম সময়

এই দশ দিনে ফরজ আমলের ফজিলত অন্যান্য দিনে ফরজ আদায়ের তুলনায় বহুগুণে বেশি। আবার এই দিনগুলোতে নফল আমলের ফজিলত অন্যান্য দিনে নফল আদায়ের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। তবে এই দিনগুলোতে নফল আমলের ফজিলত অন্যান্য দিনের ফরজের চেয়ে বেশি নয়।[২]

৫. অন্য সময়ের তুলনায় বেশি ফজিলত

এই দিনগুলোতে ইবাদত করা অন্যান্য দিনগুলোর ইবাদতের তুলনায় অনেক

[১] বুখারি, হাদীস নং ৯৬৯, জামে আত-তিরমিযি, হাদীস নং ৭৫৭

[২] ইবনু রজব, ফাতহুল বারী, ৯/১৫।

বেশি ফজিলতপূর্ণ। এই দিনগুলোতে নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দুআ, আল্লাহ তাআলার কাছে কাকুতি-মিনতি করা, মাতা-পিতার সাথে সদাচার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি সব ইবাদত অন্যান্য দিনগুলোর চেয়ে বেশি উত্তম।

৬. রমজানের শেষ দশ দিনের চেয়েও উত্তম

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন আমলের ফজিলত রাত-দিন সব সময় থাকে। তবে রমজানের শেষ দশকের রাত্রি যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতের চেয়েও বেশি উত্তম। কারণ রমজানে লাইলাতুল কদর আছে। আর যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন রমজানের দিনগুলোর চেয়ে উত্তম। কারণ যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে আছে কুরবানির দিন, আরাফার দিন এবং তালবিয়া পাঠের দিন।[১]

৭. বড় বড় সব নেক আমলের সম্মিলন

এই দশ দিনে যে পরিমাণ অনেক বড় বড় ইবাদতের সম্মিলন ঘটেছে, অন্য দিনগুলোর ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। সেগুলো হলো হজ ও কুরবানি। পাশাপাশি নামাজ, রোজা, দান-সদাকা তো আছেই।[২]

৮. আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলোর শপথ করেছেন

যিলহজ মাসের প্রথম দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আল্লাহ তাআলা এই ফজিলতপূর্ণ রাতগুলোর শপথ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৫/২৮৭; যাদুল মাআদ, ১/৫৭; তাফসিরে ইবনু কাসির, ৫/৪১৬।
[২] ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার, ২/৪৬০।

"ঊষার শপথ এবং দশ রাতের শপথ।"[১]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মত অনুযায়ী, উল্লেখিত দশ রাত দ্বারা যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য।[২]

৯. কুরআনে ঘোষিত বরকতময় দিন

এই দিনগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর দানকৃত পশুগুলোর ওপর তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ



"যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দুঃস্থ-অভাবীদের খাওয়াও।"[৩]

অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, এখানে "নির্দিষ্ট দিনগুলো" দ্বারা যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন উদ্দেশ্য।[৪]

১০. হজের সর্বশেষ সময়

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন হলো হজের নির্দিষ্ট মাসসমূহের সর্বশেষ সময়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ

[১] সূরা ফাজর, ৮৯ : ১-২

[২] তাফসিরে ইবনু কাসির, ৮/৩৯০।

[৩] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

[৪] তাফসিরে বাগাভী, ৫/৩৭৯, তাফসিরে ইবনু কাসির, ৫/৪১৫।

“হজের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে।”[১]

নির্দিষ্ট মাসসমূহ হলো : শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। যেমনটা উমর, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আলি, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবাইর-সহ অন্যান্য অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। অধিকাংশ তাবিয়িও একই মত পোষণ করেছেন।[২]

১১. আরাফার দিন

যিলহজ মাসের প্রথম দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এই দিনগুলোর মধ্যে আছে আরাফার দিন। যেদিন আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং মুসলিমদের ওপর তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।”[৩]

১২. বড় হজের দিন

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এই দিনগুলোর মধ্যে আছে কুরবানির দিন। যেদিনকে বড় হজের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖۤ اِلَی النَّاسِ یَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَکۡبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۬ۙ وَ رَسُوۡلُهٗ ؕ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَوَلَّیۡتُمۡ

[১] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭।

[২] লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ২৬৯।

[৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩।

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾

"আর বড় হজের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরি করেছে, তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"[১]

এই দিনটি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন। যেমনটা হাদীসে এসেছে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

"প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হলো কুরবানির দিন, তারপর মেহমানদারির দিন।"[২]

يَوْمُ الْقَرِّ বা মেহমানদারির দিন হলো কুরবানির পরের দিন। এই দিনের এই নামকরণের কারণ হলো, মানুষ তাওয়াফে ইফাদা ও কুরবানি থেকে ফারেগ হওয়ার পর মিনায় মেহমানদারি করে।

১৩. ফজিলতের কারণ

এই দিনগুলোতে নেক আমল অন্যান্য দিনে নেক আমল করার চেয়ে উত্তম। এই দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে সকল মুসলিমগণ এই ফজিলত লাভ করেন। আর হাজীগণ এই দিনগুলো এবং বাইতুল্লাহর মর্যাদার কারণে এই ফজিলত লাভ করেন।

১৪. সালফে সালেহীনদের আমল

সালফে সালেহীনগণ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দিনগুলোতে বেশি বেশি

---

[১] সূরা তাওবা, ৯ : ৩।

[২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৭৬৫

ইবাদত করতেন। তাঁরা এই দিনগুলোর সম্মান ও কদর করতেন। যিলহজ মাসের প্রথম দশকে সাঈদ ইবনু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ অনেক বেশি ইবাদত করতেন। তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যে, স্বাভাবিকভাবে সেটা মানুষের সাধ্যের বাইরে বলে মনে হতো। তিনি অন্যদেরকে যিলহজ মাসের প্রথম দশকের রাত্রিগুলোতে ইবাদত করার উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "তোমরা যিলহজ মাসের প্রথম দশকের রাত্রিগুলোতে বাতি নিভিয়ে রেখো না।" অর্থাৎ এক মুহূর্তও ইবাদত ছাড়া কাটিও না।

আবু উসমান আন-নাহদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সাহাবি ও তাবিয়িগণ তিনটি দশকের রাত্রিগুলোকে খুব বেশি সম্মান ও কদর করতেন—রমজানের শেষ দশ রাত্রি, যিলহজের প্রথম দশ রাত্রি এবং মুহাররমের প্রথম দশ রাত্রি।"

১৫. অলসতা নয়

প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো যিলহজ মাসের প্রথম দশকের রাত্রি ও দিনগুলোকে গনিমত মনে করা। এই সময়গুলো ইবাদত ও নেক আমলে পার করা। পুরোটা সময় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা।

একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আমরা রমজানের শেষ দশকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আমল করি। কিন্তু যিলহজের এই ফজিলতপূর্ণ দিনগুলোতে অলস ও উদাসীন থাকি। অথচ এই দিনগুলো রমজানের দিনগুলোর চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম। এই দিনগুলোর আমল আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি প্রিয় ও বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

১৬. কোনোভাবেই সময় নষ্ট করা যাবে না

লক্ষ রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন এই দিনগুলোতে সময় নষ্ট না হয়। বেশি ঘুম, বিশ্রাম, অনলাইনে সময় কাটানো, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি কোনোভাবেই এই দিনগুলোতে সময় নষ্ট করা যাবে না। কারণ এই দিনগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার ও অফার। এই সুবর্ণ সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না।

১৭. কবুল হজ

এই দিনগুলোর আমলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল হলো হজ্জে মাবরুর তথা কবুল হজ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

'আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান।'[১]

বিশেষ করে, আদায়কৃত হজটি যদি হয় ফরজ হজ। হজ আদায় করতে হবে পরিপূর্ণরূপে। গুরুত্ব দিয়ে হজের ফরজ ও ওয়াজিবগুলো আদায় করতে হবে। হারাম ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করতে হবে। পাশাপাশি আশেপাশের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। যেমন : তাদেরকে সালাম দেওয়া ও খাবার খাওয়ানো। হজের প্রতিটি মুহূর্তে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার যিকির চালু রাখতে হবে। বিশেষ করে আওয়াজ করে তালবিয়া পাঠ করতে হবে এবং কুরবানি করতে হবে।[২]

১৮. সর্বাবস্থায় যিকির

যিলহজের প্রথম দশকে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার যিকির করা সুন্নত। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, যানবাহনে, হাঁটতে হাঁটতে—মোটকথা সব সময় সর্বাবস্থায় যিকির চালু রাখবে।

১৯. তাসবিহ-তাহলিল-তাহমিদ

এই দিনগুলোতে বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما من أَيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِهِ

[১] বুখারি, ১৭৭৩।

[২] লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ২৬৪; ফাতহুল বারী, ইবনু রজব, ৯/১৪।

الأَيَّامِ العشرِ فأَكثِروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيحِ والتَّكبيرِ

“এই দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তাই তোমরা এই সময়ে তাহলিল, তাহমিদ, তাসবিহ ও তাকবির বেশি বেশি করে পড়ো।”[১]

আল্লাহ তাআলা হাজীদের সম্পর্কে বলেছেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

“যাতে তারা তাদের জন্য (রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।”[২]

২০. চিরস্থায়ী নেক আমল

তাকবির, তাসবিহ, তাহমিদ ও তাহলিল—এগুলো হলো চিরস্থায়ী নেক আমল ও জান্নাতে বীজ বপন। এই বাক্যগুলো আল্লাহ তাআলা এবং আমাদের নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পুরো পৃথিবীর চেয়েও বেশি প্রিয়। এই দিনগুলোতে আওয়াজ করে যিকির করা উচিত। শুয়ে-বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে-হাঁটতে, চলতে-ফিরতে, ঘরে-বাইরে, মসজিদে, রাস্তায়—মোটকথা সব জায়গায় সব সময় যিকির চালু রাখা উচিত।

২১. উচ্চস্বরে তাকবির

শীর্ষস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাধারণ মুসলিমদের উচিত এই দিনগুলোতে

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৫৪৪৬।

[২] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

বিভিন্ন বৈঠকে, মজলিসে, জমায়েতে ও ঘরে-বাইরে জোরেসোরে তাকবির দেওয়া। প্রয়োজনে দূরে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে।

২২. দুজন সাহাবির আমল

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যিলহজ মাসের প্রথম দশকে বাজারে গিয়ে জোরে জোরে তাকবির দিতেন এবং লোকেরাও তাঁদের তাকবির শুনে তাকবির দিত।

তাবিয়ি মায়মুন বিন মিহরান বলেন, "আমি দেখেছি, লোকেরা যিলহজ মাসের প্রথম দশকে জোরে জোরে তাকবির দিত। সেই তাকবিরের সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও তাকবির দিতাম।"

২৩. সাহায্য ও বিজয় কামনা করা

এই দিনগুলোতে তাকবিরের সাথে সাথে আমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের আশা করতে পারি। তাকবিরের মাধ্যমেই তো খাইবার বিজয় হয়েছে এবং অন্য শহরও বিজিত হবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুরা পরাজিত হবে।

২৪. তাকবিরের প্রকারভেদ

তাকবির দুই প্রকার : সাধারণ তাকবির ও নির্দিষ্ট তাকবির। সাধারণ তাকবির হলো যিলহজ মাসের শেষ দশকে সব সময়, সর্বাবস্থায় তাকবির দেওয়া। এই তাকবির চলবে আইয়ামে তাশরীক শেষ হওয়া পর্যন্ত। এই সময় সর্বদা মুসলিমগণ উচ্চস্বরে যিকির করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ

“আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।”[১]

২৫. আইয়ামে তাশরীকের তাকবির

নির্দিষ্ট তাকবির হলো ফরজ নামাজের পরের তাকবির। হাজীদের জন্য কুরবানির দিন যুহর থেকে এবং বাদবাকি মুসলিমের জন্য আরাফার দিন ফজর থেকে শুরু হয়ে আইয়ামে তাশরীকের তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত এই তাকবির চলবে।

২৬. সর্বোত্তম তাকবির

উত্তম হলো তাকবিরের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নীতি অনুসরণ করা। হাদীসে বর্ণিত তাকবিরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাক্যটি হলো,

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله

اكبر ولله الحمد

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু।

এক্ষেত্রে অন্য শব্দে বর্ণিত বাক্যও পড়া যাবে।

২৭. যিলহজ মাসের রোজা

যিলহজ মাসের নবম দিন রোজা পালন করা মুস্তাহাব। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রথম দশকের অন্যান্য দিনেও রোজা পালন করা যায়। বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং সালাফদের থেকেও যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রোজা পালনের কথা বর্ণিত হয়েছে। রোজা গুনাহ মুছে দেয় এবং জাহান্নাম

[১] সূরা হজ, ২২ : ২৮।

ও গুনাহের পথে ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও রোজা পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।'[১]

২৮. আরাফার দিনের রোজা

হাজী সাহেবগণ ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিনের রোজা বিরাট গনিমত। এই এক দিনের রোজা দুই বছরের গুনাহ মুছে দেয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

'আর আরাফা দিবসের রোজা সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।'[২]

২৯. রাত থেকেই নিয়ত করা

আরাফার দিনের রোজা-সহ অন্যান্য নির্দিষ্ট নফল রোজার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো রাত থেকেই রোজার নিয়ত করা। যেন প্রতিদান পরিপূর্ণ হয়। ত্রুটিপূর্ণ না হয়।

[১] বুখারি, ২৮৪০।
[২] মুসলিম, ২৬৩৬।

৩০. পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেওয়া

পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিসহ অন্য যাদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব আছে, তাদেরকে আরাফার দিনের রোজার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও উপদেশ দেওয়া উচিত। সাঈদ ইবনু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "তোমরা তোমাদের খাদিম তথা অধীনস্থদেরকে আরাফার দিনের রোজার সাহরি খাওয়ার জন্য জাগিয়ে দাও।"

৩১. আমার সব গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলার কাছে এই ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া যে, আরাফার দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যেন আমার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৩২. এক খতম কুরআন

যিলহজ মাসের শেষ দশকের অন্যতম একটি লাভজনক ব্যাবসা হলো, চিন্তাভাবনা ও তাদাব্বুরের সাথে পুরো কুরআন খতম দেওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিকভাবে কুরআনের প্রতি আয়াতে একটি থেকে দশটি পর্যন্ত নেকি দান করেন। অতএব, এই দিনগুলোতে নিশ্চয়ই নেকি ও প্রতিদান আরও বেশি হবে।

৩৩. রাতের নামাজ

ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ।[১] মুসলিমগণ রমজানের রাতগুলোতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করেন না। অতএব, তারা যেন যিলহজের প্রথম দশকের রাতগুলোতেও নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হন এবং এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

[১] মুসলিম, ১১৬৩।

৩৪. একটি অবহেলিত আমল

এই দিনগুলোতে যেন আমাদের অবশ্যই নিম্নে বর্ণিত আমলে অংশগ্রহণ থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿۱۷﴾

"যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।"[১]

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

"রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাত। আর রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[২]

কারণ এই সময়টা হলো আল্লাহ তাআলার করুণা বর্ষণ, ক্ষমা প্রাপ্তি, দুআ কবুল ও আবেদন পূরণ হওয়ার সময়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না!

৩৫. দান-সদাকা

দান-সদাকা করা অনেক বড় ইবাদত। দান-সদাকা ব্যক্তির ঈমানের সত্যতার প্রমাণ। দান-সদাকাকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। দান-সদাকা ব্যক্তিকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে এবং তার পাপ মোচন করে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে। দান-সদাকা রিযিক ও ধনসম্পদে বরকতের অন্যতম উপায়। দান-সদাকাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন।

এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যিলহজ মাসের প্রথম দশকে দান-সদাকা করা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ ও উত্তম।

---

[১] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭।

[২] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮।

৩৬. মুসলিম ভাইকে খুশি করা

আল্লাহ তাআলার নিকট অন্যতম প্রিয় আমল হলো প্রয়োজন পূরণ, দান-সদাকা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে অন্য মুসলিমকে খুশি করা। আর এই আমল যদি করা হয় যিলহজ মাসের প্রথম দশকে, তাহলে সেটা আল্লাহ তাআলার কাছে আরও কত বেশি প্রিয় হবে! কল্পনা করা যায়!

৩৭. হাজীদের পরিবারের খোঁজখবর রাখা

অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল হলো হাজীদের পরিবারের খোঁজখবর রাখা, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের শিশুদের দেখাশোনা করা। হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো হাজী সাহেবকে প্রস্তুত করে দেবে অথবা তার পরিবারকে দেখাশোনা করবে, সে হাজী সাহেবের সমান প্রতিদান পাবে। এতে হাজী সাহেবের প্রতিদান একটুও কমবে না।'[১]

৩৮. কুরবানি

যিলহজ মাসের প্রথম দশকের অন্যতম বড় আমল হলো ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করা এবং পশু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। এ দুটি কাজ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

"সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামাজ পড়ো ও কুরবানি দাও।"[২]

[১] সহীহ ইবনু খুযাইমা, ১৯৩০।

[২] সূরা কাউসার, ১০৮ : ২

৩৯. চুল ও নখ না কাটা

যারা কুরবানি করবে, তারা যিলহজের শেষ দশকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে। যিলহজ মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই আমল শুরু করতে হবে। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"যদি তোমরা যিলহজ মাসের (নতুন চাঁদ দেখতে পাও) আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল না ছাটে ও নখ না কাটে।"[১]

৪০. নব উদ্যমে আমল শুরু করা

যে মনে করে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা লাভ করা তার পক্ষে খুবই সহজ, সে এটার জন্য কতটা আগ্রহী হয়ে খরচ করবে! অতএব মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার পণ্য অনেক দামি। আল্লাহ তাআলার পণ্য হলো জান্নাত। তাই আমরা যেন নেক আমল বাড়িয়ে দেই। সব ধরনের গুনাহ ও অবাধ্যতা ছেড়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করি। কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কারও হক বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকলে সেটা ফিরিয়ে দিই। যিলহজ মাসের এই দশ দিন যেন হয় আমার নব উদ্যমে পথ চলার নতুন প্রেরণা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

[১] মুসলিম, ৫০১৩।



“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে তোমাদের থেকে মুছে দিবেন, আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝর্নাধারা। সেদিন আল্লাহ তাআলা নবিকে আর তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল—তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। (সেদিনের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে) নূর দৌড়াতে থাকবে তাদের সামনে আর তাদের ডানে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও। আর আমাদেরকে ক্ষমা করো; তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[১]

৪১. যিকির-আযকার ও নামাজ

প্রত্যেক বিচক্ষণ মুমিন বড় বড় আমলের মাধ্যমে এই দিনগুলো অতিবাহিত করবে। যেমন : আল্লাহর যিকির-আযকার, নামাজ ইত্যাদি নেক আমল। যেন প্রতিদান ও উপকার বেশি হয়।

৪২. গুনাহের ধারেকাছেও যাব না

যিলহজের প্রথম দশকে বেশি বেশি নেক আমল করা এবং গুনাহ পরিহার করা একজন মুসলিমকে আল্লাহর নিদর্শন ও নির্ধারিত সীমারেখাকে সম্মান করতে শেখায়। কারণ এই দশ দিন হলো আল্লাহ তাআলার সম্মানিত একটি মাসের দশ দিন। আল্লাহ তাআলা সম্মানিত মাসসমূহ সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

[১] সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৮।

"আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে (লওহে মাহফুজে) মাসগুলোর সংখ্যা হলো বারো। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের ওপর কোনো জুলুম কোরো না। আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই করো, যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন।"[১]

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

"কেউ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।"[২]

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

"আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, তার রবের নিকট তা উত্তম।"[৩]

৪৩. পুরো বছরের রসদ

যিলহজ মাসের প্রথম দশকে বেশি বেশি নেক আমল করা এবং কল্যাণ ও মহৎ কাজে এগিয়ে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাওয়া এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলতে সক্ষম হয়। এতে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এই দশ দিনের ইবাদত তাকে পুরো বছর আমলের ওপর চলতে সাহায্য করে।

৪৪. আমাদের অধীনস্থ যারা

আমাদের স্ত্রী-সন্তান (ও আমাদের অধীনস্থরা) আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। হাদীসে এসেছে,

---

[১] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৬।

[২] সূরা হজ, ২২ : ৩২।

[৩] সূরা হজ, ২২ : ৩০।

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

‘তোমরা প্রত্যেকেই জিম্মাদার। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।’[১]

তাই এই দিনগুলো কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের স্ত্রী-সন্তানকে অবশ্যই তাগিদ দিতে হবে। তাদেরকে বেশি বেশি ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। এই দিনগুলোর ইবাদতের ফজিলত বর্ণনা করে তাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। যেন তারা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এই দিনগুলো কাজে লাগায়। আর অবশ্যই আমরা যেন হই এক্ষেত্রে তাদের উত্তম আদর্শ।

আমরা যেন এই দিনগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই গনিমত মনে করি। মৃত্যুর আগেই যেন আমরা যথাযথভাবে নেক আমল করে যেতে পারি। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে কল্যাণ ও নেক আমলের এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর তাওফিক দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর যিকির, শোকরিয়া আদায় ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

---

[১] বুখারি, ২৪০৯।

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সোনামণিদের জন্য আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রমিক		বই	লেখক	ধরণ
০১	সোনামণিদের বই	আমার প্রথম পাঠাগার	সন্দীপন টিম	শিশুতোষ সিরিজ
০২		সোনামণিদের প্রথম পাঠ	আশিকুর রহমান তালহা	প্রাক-প্রাথমিক পাঠ
০৩		হেসে খেলে বাংলা শিখি ১	মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	বাংলা শেখার প্রাথমিক বই
০৪		হেসে খেলে বাংলা শিখি ২	মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	বাংলা শেখার প্রাথমিক বই
০৫		হেসে খেলে বাংলা শিখি ৩	মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	বাংলা শেখার প্রাথমিক বই
০৬		ছোটদের ৫০ আয়াত (১ম খন্ড)	ফারজানা বিনতে নাসির	ছোটদের কুরআন শিক্ষা
০৭		ছোটদের ৫০ আয়াত (২য় খন্ড)	ফারজানা বিনতে নাসির	ছোটদের কুরআন শিক্ষা
০৮		ছোটদের ৫০ হাদীস (১ম খন্ড)	ডা. নিশাত তামমিম	ছোটদের হাদীস শিক্ষা
০৯		ছোটদের ৫০ হাদীস (২য় খন্ড)	ডা. নিশাত তামমিম	ছোটদের হাদীস শিক্ষা
১০		ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা (১-৮)	জাকারিয়া মাসুদ	শিশুতোষ সিরিজ
১১		ছোটদের দুআ ও হাদীস প্যাকেজ (২০ টি ফ্ল্যাশ কার্ড)	সন্দীপন টিম	শিশুতোষ সিরিজ
১২		ছোটদের ঈমান সিরিজ (১-৬)	জাকারিয়া মাসুদ	শিশুতোষ সিরিজ
১৩		ছোটদের তাফসীরুল কুরআন সিরিজ (১-৫)	সন্দীপন টিম	শিশুতোষ সিরিজ

বইমেলা ২০২৩ এ আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	প্রাচ্যবাদের ইতিকথা	আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২	মিশন : ইসলাম	ডা. শামসুল আরেফীন
৩	সর্বশেষ অপার্থিব	মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর
৪	ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স	কবির আনোয়ার, মুজাহিদ রাসেল
৫	জান্নাতি জীবন	মাওলানা মামুনুর রশীদ
৬	প্রোপাগান্ডা	সাজিদ হাসান

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

ক্রমিক নং	বই	লেখক
০১	পাশ্চাত্যবাদ	আসিফ আদনান, ডা. শামসুল আরেফীন
০২	সোনামণিদের প্রিয় নবি ﷺ	সন্দীপন টিম
০৩	উম্মাহর মহানায়কেরা	শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল
০৪	ছোটদের উম্মাহাতুল মুমিনীন	জাবির মুহাম্মাদ
০৫	আমার প্রথম পাঠাগার ২	সন্দীপন টিম
০৬	শয়তানের সাথে যুদ্ধ	ড. খালিদ আবূ শাদী
০৭	দুই জান্নাত	ড. খালিদ আবূ শাদী